[বাংলাদেশ গেজেটে পরবর্তী বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিতব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

ঢাকা।

[ভ্যাট বিভাগ]

সাধারণ আদেশ নং- ০৪/মূসক/২০২০ **তারিখ: ১৭ ফাল্গুন, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/ ০১ মার্চ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ।**

বিষয়ঃ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর আওতায় ফেরত (রিফান্ড) প্রদানের পদ্ধতি।

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (অতঃপর আইন বলে উল্লিখিত) এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ (অতঃপর বিধিমালা বলে উল্লিখিত) এর আওতায় ফেরত (রিফান্ড) প্রদানের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে জটিলতা পরীলক্ষিত হচ্ছে মর্মে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অবহিত হয়েছে। উক্ত জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে, আইন ও বিধিমালায় ফেরত প্রদানের বিধি-বিধান উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও বিষয়টি মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং করদাতাগণের জন্য অধিকতর প্রয়োগযোগ্য ও সহজ করার লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিধিমালা এর বিধি ১১৮ক তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ আদেশ জারি করল।

২। আইন ও বিধি মোতাবেক ফেরত প্রদানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট (অতঃপর কমিশনারেট বলে উল্লিখিত), শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (ডেডো), হিসাব মহানিয়ন্ত্রক এর কার্যালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তর কর্তৃক নিম্নবর্ণিত ধাপসমূহ অনুসরণ করতে হবে, যথা:-

(ক) **প্রথম ধাপ:** ফেরত (রিফান্ড) প্রদানের জন্য সকল কমিশনার/কমিশনারেটের নামে হিসাব মহানিয়ন্ত্রক এর কার্যালয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকে মূসক ও সম্পূরক শুল্কের জন্য পৃথক পৃথক সরকারি হিসাব (Account) খুলতে হবে। মূসকের জন্য সরকারি হিসাবের সাধারণ নম্বর হবে ১১০১ এবং সম্পূরক শুল্কের জন্য সাধারণ নম্বর হবে ১১০৪। বাংলাদেশ ব্যাংকে হিসাব খোলার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহা-ব্যবস্থাপক, সরকারি হিসাব শাখা, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাকে অবহিত করে কমিশনারেট হতে হিসাব মহানিয়ন্ত্রক বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে। হিসাব মহানিয়ন্ত্রক এর কার্যালয় উক্ত পত্রে সুপারিশ করে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করবে। অত:পর কমিশনারেট কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংক হতে কালো মাজো শীট সংগ্রহ, পূরণ এবং তা সংযুক্ত করে বাংলাদেশ ব্যাংকের সরকারি হিসাব শাখা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে। আনুষ্ঠানিক কার্যাবলী শেষে বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারি হিসাবের সাধারণ নম্বর মূসকের জন্য ১১০১ এবং সম্পূরক শুল্কের জন্য ১১০৪ এর বিপরীতে কমিশনারেটভিত্তিক একটি কোড নম্বর প্রদান করবে। সরকারি হিসাবের সাধারণ নম্বর ১১০১ এবং ১১০৪ এর পাশাপাশি উক্ত কোড নম্বরই হবে কমিশনারেটের ফেরত প্রদানের জন্য সরকারি হিসাব নম্বর;

(খ) **দ্বিতীয় ধাপ:** বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরকারি হিসাব নম্বর প্রাপ্তির পর তা উল্লেখপূর্বক কমিশনারেট হতে সংশ্লিষ্ট হিসাব রক্ষণ কার্যালয় বরাবর প্রয়োজনীয় সংখ্যক সরকারি চেকবই চেয়ে পত্র প্রেরণ করলে হিসাবরক্ষণ কার্যালয় কমিশনারেট বরাবর সরকারি চেকবই ইস্যু করবে;

(গ) **তৃতীয় ধাপ:** সংশ্লিষ্ট হিসাব রক্ষণ কার্যালয় হতে সরকারি চেকবই প্রাপ্তির পর কমিশনারেট থেকে চেকবই নম্বর, চেকবইয়ের পাতার সংখ্যা, সিরিজ নম্বর ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক ইন্টিমেশন করে বাংলাদেশ ব্যাংকের সরকারি হিসাব শাখা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে; এবং

(ঘ) **চতুর্থ ধাপ:** আবেদনকারীর ফেরত আবেদন আইনানুগ যাচাইয়ান্তে অনুমোদিত হলে তা ফেরত প্রদানের জন্য কমিশনার সংশ্লিষ্ট ফেরতযোগ্য অর্থের পরিমাণ চেকে উল্লেখ করে আবেদনকারী

বরাবর চেক ইস্যু করবেন এবং পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের সরকারি হিসাব শাখা বরাবর এডভাইস স্লিপ প্রেরণ করবেন।

৩। আইন ও বিধি মোতাবেক ফেরত প্রাপ্তির লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত শর্ত ও পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক আবেদন করতে হবে, যথা:-

(ক) মূল্য সংযোজন কর দাখিলপত্র ফরম "মূসক-৯.১" এর Part-10: Closing Balance এ উল্লিখিত মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ধারা ৬৮ হতে ৭২ এবং বিধি ৫২ হতে ৫৭ এর শর্তাদি পরিপালন সাপেক্ষে Part-11: Refund এ নিবন্ধিত করদাতা কর্তৃক ফেরত দাবির আবেদন করলে কমিশনার ফেরত প্রদানের কার্যক্রম শুরু করবেন;

(খ) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তির টার্নওভারের ৫০ শতাংশ বা তদূর্ধ্ব আইনের তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত শূন্যহার বিশিষ্ট সরবরাহ হয়, উক্ত ব্যক্তির উপকরণ ব্যয়ের ৫০ শতাংশ বা তদুর্ধ্ব আমদানি বা অর্জন হতে উদ্ভুত হয় কিংবা উক্ত ব্যক্তির অর্থনৈতিক কার্যক্রমের প্রকৃতির ফলে নিয়মিতভাবে অতিরিক্ত উপকরণ কর রেয়াতের উদ্ভব হয় এবং ফেরত দাবীকৃত অর্থের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ৫০ হাজার টাকা হলে তা পরবর্তী করমেয়াদে হ্রাসকারী সমন্বয় হিসেবে জের টানতে হবে এবং যদি তা ৫০ হাজার টাকার উর্দ্ধে হয় তাহলে তিনি কমিশনারের নিকট উক্ত অর্থ ফেরত প্রদানের আবেদন করতে পারবে; এবং

(গ) কূটনৈতিক এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বৈদেশিক পর্যটক ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে ফরম "মূসক-৯.১" এ দাখিলপত্র প্রদান ব্যতীত কোন ফেরত মঞ্জুর করা যাবে না। কূটনৈতিক এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ফরম "মূসক-১০.১" এ এবং বৈদেশিক পর্যটকগণ ফরম "মূসক-১০.২" এ মূসক চালানপত্র সংযুক্ত করে ফেরতের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

৪। ফেরত প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হবে:

(১) কোন করমেয়াদে উপকরণ কর ও প্রাপ্য হ্রাসকারী সমন্বয়ের সমষ্টি উৎপাদ কর, সম্পূরক শুল্ক ও বৃদ্ধিকারী সমন্বয়ের সমষ্টির চেয়ে বেশি হওয়ার কারণে প্রদেয় নীট অর্থের পরিমাণ ঋণাত্মক হলে তা জের টানতে হবে এবং পরবর্তী ৬ (ছয়) টি কর মেয়াদে তা বিয়োজন করা যাবে। তৎপরবর্তীতে অবশিষ্ট অর্থ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা বা তার বেশি হলে ফেরত প্রদান করতে হবে।

(২) ঋণাত্মক জের পরবর্তী কর মেয়াদে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদক্ষেপ:

(ক) পূর্বের কর মেয়াদ হতে জের টানা অতিরিক্ত অর্থের এমন অংশ হ্রাসকারী সমন্বয় করতে হবে যাতে প্রদেয় অর্থের পরিমাণ শূন্যে হ্রাস পায়;

(খ) জের টানা অতিরিক্ত অর্থ সময়ের ক্রমানুসারে সমন্বয় করতে হবে, সর্বাপেক্ষা পূর্বের জের প্রথমে এবং সর্বাপেক্ষা নতুন জের শেষে সমন্বয় করতে হবে; এবং

(গ) জের টানা অতিরিক্ত অর্থ ততক্ষণ পর্যন্ত সমন্বয় করতে হবে যতক্ষণ না জের টানা সমুদয় অতিরিক্ত অর্থ বিয়োজিত হয় এবং নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য জের টানা অতিরিক্ত অর্থের আংশিক বা সমুদয় পরিমাণ ৬ (ছয়) টি কর মেয়াদ পর্যন্ত জের টানা হয়।

(৩) অতিরিক্তি অর্থের আংশিক বা সমপরিমাণ সমন্বয় ব্যতিরেকে ৬ (ছয়) টি কর মেয়াদ যাবৎ জের টানার পর উহার পরিমাণ ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকার অধিক না হলে উক্ত পরিমাণ শূন্যে হ্রাস না হওয়া পর্যন্ত জের টানতে হবে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে আবেদন প্রাপ্তির ৩ (তিন) মাসের মধ্যে ফেরত প্রদান করতে হবে।

(৪) ফেরত প্রদানের পূর্বে নিম্নবর্ণিত শর্ত পূরণ করতে হবে, যথা:-

(ক) অর্থ ফেরতের জন্য আবেদনকারীকে চলতি কর মেয়াদ পর্যন্ত সকল মূসক দাখিলপত্র পেশ করতে হবে;

(খ) ফেরত দাবীকৃত অর্থ ফেরতযোগ্য হলে উক্ত অর্থ হতে প্রথমে এ আইনের অধীন উক্ত ব্যক্তির পাওনা বকেয়া দায়-দেনা (সুদ, দন্ড বা জরিমানাসহ) হ্রাস করতে হবে; এবং

(গ) উল্লিখিত অর্থ হ্রাস করার পর অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ অনুর্ধ্ব ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা হলে উহা ফেরত প্রদান না করে উক্ত অর্থ পরবর্তী ৬ (ছয়) টি কর মেয়াদে হ্রাসকারী সমন্বয় হিসেবে গণ্য করার লক্ষ্যে নিবন্ধিত ব্যক্তিকে অনুমতি প্রদান করতে হবে।

(৫) প্রাপ্ত আবেদন যথাযথ পাওয়া গেলে এবং সকল শর্ত পূরণ করলে এবং ফেরত দাবীকৃত অর্থের পরিমাণ ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা বা তার বেশি হলে কমিশনার আবেদন প্রাপ্তির ৩ (তিন) মাসের মধ্যে আবেদনকারীর ব্যাংক হিসাবে ফেরতযোগ্য অর্থ জমা করবেন অথবা তার অনুকূলে একটি ক্রসড-চেক ইস্যু করবেন।

(৬) এ আদেশের অনুচ্ছেদ ৪ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) এর দফা (গ) এ উল্লিখিত ফেরত আবেদনের ক্ষেত্রে দাবীকৃত অর্থ অনুর্ধ্ব ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা হওয়ায় কমিশনার কর্তৃক হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণের অনুমতি পাওয়ার ৬ (ছয়) টি কর মেয়াদের মধ্যে হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণে ব্যর্থ হলে ফরম "মূসক-৯.১" এ কমিশনার বরাবর অর্থ ফেরতের আবেদন করতে পারবেন এবং এরূপ আবেদন প্রাপ্তির ৩ (তিন) মাসের মধ্যে আবেদনকারীর ব্যাংক হিসাবে কমিশনার ফেরতযোগ্য অর্থ জমা করবেন অথবা তার অনুকূলে একটি ক্রসড্-চেক ইস্যু করবেন।

(৭) এ আদেশের অনুচ্ছেদ ৩ এর উপ-অনুচ্ছেদ (খ) এর ক্ষেত্রে কমিশনার ফেরত আবেদনের যথার্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ফেরত আবেদন নিষ্পত্তি করবেন।

(৮) বৈদেশিক পর্যটকদের কর ফেরতের ক্ষেত্রে বিধিমালার বিধি ৫৬ হতে ৫৭ অনুসরণ করতে হবে।

(৯) কোন অনিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক পরিশোধিত আগাম কর নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে ফেরত প্রদান করা যাবে:

(ক) আবেদনকারীকে আমদানিকৃত পণ্যের সর্বশেষ ভোক্তা হতে হবে এবং তিনি উক্ত পণ্য অন্য কারো নিকট হস্তান্তর করতে পারবেন না;

(খ) আগাম কর পরিশোধের তারিখ হতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে ফরম "মূসক-৪.১" এ নিকটস্থ যেকোনো কমিশনার বরাবরে আবেদন করতে হবে; এবং

(গ) কমিশনার আবেদনটি যাচাই করে যথাযথ প্রাপ্তি সাপেক্ষে আবেদনপ্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আবেদনকারীর অনুকুলে ফেরত প্রদানের বিষয়টি মঞ্জুর করত: একটি ক্রসড চেক ইস্যু করবেন অথবা আবেদনকারীর ব্যাংক হিসাবে মঞ্জুরকৃত অর্থ স্থানান্তরের আদেশ প্রদান করবেন।

৫। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এবং মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর অধীন অনুমোদিত ফেরতযোগ্য অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ১৩৭ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) অনুযায়ী এ আদেশের অনুচ্ছেদ ২ এর আলোকে নিষ্পত্তি করা যাবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

(হাছান মুহম্মদ তারেক রিকাবদার)
প্রথম সচিব (মূসক নীতি)

প্রাপকঃ উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়,
তেজগাঁও, ঢাকা।

[তাঁকে উল্লিখিত আদেশ এর ৫০০ (পাঁচশত) গেজেট কপি মুদ্রণ ও মুদ্রিত কপি সরাসরি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে সরবরাহ করার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো]

নথি নং- ০৮.০১.০০০০.০৬৮.২৫.০৩৪.১৪/ ১৬৬ (৬৬) তারিখঃ ০১ মার্চ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)

১। বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, কাকরাইল, ঢাকা।

২। গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল, ঢাকা (সকল ব্যাংক ও মোবাইল ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য)।

৩। হিসাব মহানিয়ন্ত্রক, হিসাব মহানিয়ন্ত্রক এর কার্যালয়, সেগুনবাগিচাঁ, ঢাকা।

৪। প্রেসিডেন্ট, আপীলাত ট্রাইব্যুনাল (কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট), জীবন বীমা ভবন, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

৫-৮। সদস্য (শুল্ক নীতি)/ (মূসক নীতি)/ (মূসক বাস্তবায়ন ও আইটি)/ (মূসক নিরীক্ষা ও গোয়েন্দা), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

৯-২০। কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর)/ ঢাকা (দক্ষিণ)/ ঢাকা (পূর্ব)/ ঢাকা(পশ্চিম)/ চট্টগ্রাম/কুমিল্লা/খুলনা/যশোর/রাজশাহী/রংপুর/সিলেট/বৃহৎ করদাতা ইউনিট (মূসক), ঢাকা।

২১-২৬। কমিশনার, কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম/ঢাকা/আইসিডি,কমলাপুর/মংলা/বেনাপোল/পানগাঁও।

২৭-৩০। কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও মূসক (আপীল) কমিশনারেট, ঢাকা-১/ ঢাকা-২/ চট্টগ্রাম/ খুলনা।

৩১। মহাপরিচালক, মূসক নিরীক্ষা গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, ১২৭ বড়মগবাজার, ঢাকা।

৩২। মহাপরিচালক, শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর, চিটাগাং সমিতি ভবন, তোপখানা রোড, ঢাকা।

৩৩। সিস্টেম ম্যানেজার, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা (ওয়েব সাইটে আপলোডকরণ সহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

৩৪-৩৬। প্রথম সচিব (মূসক-বাস্তবায়ন)/(মূসক নিরীক্ষা)/(শুল্ক: নীতি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

৩৭। মাননীয় অর্থমন্ত্রীর একান্ত সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।

৩৮। অর্থ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

৩৮। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

০১/০৩/২০২০

মোঃ তারেক হাসান
দ্বিতীয় সচিব (মূসক আইন ও বিধি)